থাকে, এস্থলে, পৃষধ্রের পক্ষেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয়ের উক্তিতেও এইরূপ বিরুদ্ধ ভঙ্গী দেখা যায়।

মা মাং প্রলোভয়োৎপত্ত্যাসক্তং কামেষু তৈর্বরৈঃ।
তৎসঙ্গভীতো নির্ব্বিন্নো মুমুক্ষুস্ত্বামুপাশ্রিতঃ॥

হে প্রভো! জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ভোগবাসনায় আসক্তচিত্ত আমাকে সেই সকল ভোগসম্পাদক বররাশিতে আর প্রলোভিত করিও না। আমি বিষয়সঙ্গ হইতে অত্যন্ত ভীত এবং নির্ব্বিন্ন হইয়া মুক্তি-কামনায় একান্তভাবে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এস্থলে শ্রীপ্রহ্লাদ-বাক্যে উক্ত "মুমুক্ষু" পদের অর্থ কিন্তু ভোগবাসনা-ত্যাগের ইচ্ছাই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ আমি সর্ব্বপ্রকার ভোগবাসনাত্যাগেচ্ছু হইয়া তোমার চরণ দু'খানির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। এস্থানে "মুমুক্ষু" শব্দের এইরূপ অর্থ ই সুসঙ্গত; যেহেতু শ্রীপ্রহ্লাদ মহাশয় নিজ শ্রীমুখেই স্বীয় প্রাণবল্লভ শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিলেন—

যদিরাসীশ মে কামান্ বরাং স্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥

হে বরদরাট্! যদি একান্তই তুমি আমাকে অভীষ্ট বর দান কর, তাহা হইলে আমি কিন্তু আপনার নিকট হইতে এই বরই প্রার্থনা করি যে—আপনি 'বর গ্রহণ কর' বলিয়া প্রলোভিত করিলেও যেন হৃদয়ে কোনও প্রকার ভোগ-লালসার উদয় না হয়। পূর্ব্বে শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদও শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে এইরূপই বলিয়াছিলেন—

ভক্তিযোগস্য তৎসর্ব্বমন্তরায়তয়ার্ভকঃ।
মন্যমানো হৃষীকেশং স্ময়মান উবাচতং॥ ৭।১০।১॥

হে রাজন! সেই বালক প্রহ্লাদ সেইসকল কামনা-বাসনা বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের অন্তরায় মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে শ্রীনৃসিংহদেবকে বলিয়াছিল। এই শ্রীনারদবাক্যেও বিশুদ্ধ ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ নিখিল ভোগ-বাসনাকে যে বিশুদ্ধভক্তির অন্তরায় বলিয়া মনে করিতেন, তাহা সুস্পষ্ট-রূপেই উল্লেখ আছে। এইপ্রকার বিশুদ্ধ ভক্ত শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের যজ্ঞানুষ্ঠানও লোকসংগ্রহের নিমিত্তই বুঝিতে হইবে; যেহেতু সেই শ্রীঅম্বরীষ মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশুকমুনি ৯।৪।২৮ শ্লোকে মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

তস্মা অদাদ্ধরিশ্চক্রং প্রত্যানীকভয়াবহম্।
একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিরক্ষণং॥